Vol. II, Issue-I, 2022
SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

প্রাচীন ভারতের দর্শন ও সংস্কৃতি এবং নবজাগরণের মাধ্যমে তার সংস্কার

প্রতাপ চন্দ্র লাহা

সারসংক্ষেপ

নবজাগরণ হল নতুন করে জেগে ওঠা, জাগরিত সমাজের লক্ষণ হল সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন চিন্তার উপর ভর করে বিজ্ঞানমনস্কভাবে সকল কিছুকে যাচাই করে নেওয়া অথবা যুক্তি তর্কের আলোকে সকল কিছুকে গ্রহণ বা বর্জন করা। সেই সঙ্গে সমতা, ন্যায়, শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, নতুনকে সাদরে গ্রহণ করে নেওয়ার ক্ষমতা সমান ভাবে সেই সমাজে বিরাজ করে। প্রাচীন ভারতে অর্থাৎ বৈদিক সমাজের মোটামুটি এই রকমই সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। কিন্ত সময়ের স্রোতে সেই সমাজ ব্যবস্থার অবনতি সাধিত হয় এবং ভারতীয় সমাজ কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়। সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ এর এই অন্ধকার যুগকে তরান্বিত করে। পরবর্তী সময়ে তথা বর্তমান ভারতবর্ষে নবজাগরণের প্রদীপ হাতে একদল মনীষী সামনে আসেন। তারা কখনো রিভাইভাল মুভমেন্ট এবং কখনো রিফরমিস্ট মুভমেন্ট এর মানদন্ডকে সামনে রেখে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন, এরকমই কিছু মহামানব হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, এমডি রানাডে প্রমুখ। তবে এই ধারার এখনো বিরাম ঘটেনি বা বলা ভালো বিরাম ঘটা উচিত নয়, কারণ সময়ের সাথে সাথে সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী আর এই পুরাতনকে ফেলে নূতনকে আলিঙ্গন করার নমনীয়তা সমাজের স্বাভাবিক নয়, তার জন্য বারে বারে নবজাগরণের কান্ডারীর দরকার হবেই।